IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

অভিজিৎ সেনের ‘দেবাংশী’ উপন্যাস : ধর্মকেন্দ্রিক লোকজীবনের আলেখ্য

অমরেশ বিশ্বাস, গবেষক, বিশ্বভারতী

সারসংক্ষেপ : দেবতা যাদের উপর ভর করে নিজের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করে তারাই হলেন 'দেবাংশী'। বাংলার প্রায় সর্বত্র এমন মানুষের সন্ধান মিলবে, উত্তরবঙ্গে যেমন তেমনি রাঢ়ের গ্রামে গ্রামেও এই 'দোয়াসিনী' বা 'দোয়াসি'-দের সন্ধান পাওয়া যাবে। দেবতা এখনও তাদের উপরে ভর করে। তারা এখনও মানুষের হিতাহিত নির্ধারণের ক্ষেত্রে এক ধরনের সামাজিক ভূমিকা পালন করে। 'দেবাংশী' উপন্যাসটি এইরকমই একজন দেবাংশী, সারবান লোহারের রূপান্তর, দ্বন্দ্ব এবং মুক্তির আখ্যান। পাশাপাশি এই উপন্যাসে পরিস্ফুট হয়েছে গ্রামীণ অতি সাধারণ শ্রমজীবী মানুষগুলির ক্ষেত্রে ধর্ম কতখানি বাঁচার অবলম্বন। গ্রামের মানুষেরা দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধিদৈবিক বিভিন্নরকম সমস্যার সমাধানের জন্য দেবাংশীর শরণাপন্ন হয়েছে, দেবাংশীর কথার অমোঘ শক্তিতে তাদের সংশয়হীন বিশ্বাস। এভাবে লোকায়ত মানুষের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের প্রায় সবটাই ধর্মকে আশ্রয় করে রয়েছে।

সূচক শব্দ : ধর্ম, লোকজীবন, দেবাংশী, দৈববাণী, বিষহরি

অভিজিৎ সেনের ‘দেবাংশী’ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে। ‘দেবাংশী’ বলা হয় সেই ব্যক্তিকে, যার উপরে দেবতা ভর করেন, যার শরীরকে অবলম্বন করে নিজের কথা ব্যক্ত করেন। দেবতা যখন মানুষটির শরীরকে আশ্রয় করে তখন দৈববাণী হয়।[১] দেবতা এভাবে মানুষের উপর ভর করে নিজের মনের কথা ব্যক্ত করেন এবং সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বলে দেন — এই বিশ্বাস বহু পুরনো, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এ সম্পর্কে বলেছেন, "এই গল্প হাজার বছর আগেও হতে পারতো। হিউ এন সাঙ যখন এসেছিলেন পুণ্ড্রবর্ধন আর সোমপুরের বিহার নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফাঁকে ফাঁকে আশেপাশের গ্রামগুলিতে উঁকি দিলে তিনি এ দৃশ্য দেখতে পেতেন। কাহ্নপা, লুইপার আমলেও দেবাংশী ছিলো। কবিকঙ্কন, কাশীরাম, কৃত্তিবাস, আলাওল, ভারতচন্দ্রের সময় দেবাংশী সশরীরে উপস্থিত। কৈবর্ত বিদ্রোহে দেবাংশীরা কি করেছিল? বল্লাল

সেন এদের মানুষ বলে গণ্য করেনি, নইলে এমন বিধান একটা ছাড়তো মশামাছি-পংক্তিভুক্ত হয়ে ওদের আঁস্তাকুড়ে ঠাই নিতে হতো। কিন্তু তখনও ওরা ছিলো। তারপর গঙ্গায়, ব্রহ্মপুত্রে, তিস্তায়, করতোয়ায় কতো জল গড়ালো, বখতিয়ার খিলজি, হোসেন শাহ, শায়েস্তা খাঁ, আলীবর্দি, সিরাজদৌল্লা মাটির সঙ্গে মিশে গেলো, দেবাংশীরা মাটির উপরেই বিচরণ করে। সমুদ্রের ওপার থেকে সায়েবরা এলো, সায়েবরা গেলো, নতুন সায়েবরা চেপে বসলো, দেবাংশীদের বিনাশ নেই"।[২] অভিজিৎ সেন একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, দেবাংশী চরিত্রটি নির্মাণে বাস্তবে একজন ব্যক্তির সাদৃশ্য আছে, লেখকের পরিচিত ভবানী বর্মন নামে এক মাঝবয়সি সৌম্য চেহারার মানুষের প্রভাব রয়েছে দেবাংশী চরিত্রে। সন্ত প্রকৃতির এই মানুষটি লেখককে প্রভাবিত করেছিল।[৩] অন্যত্র একটি সাক্ষাৎকারে লেখক জানিয়েছেন, একাধিক দেবাংশী তিনি বাস্তবে দেখেছিলেন। তাদের শরীরে দেবতা এখনও আশ্রয় করে, তারা এখনও মানুষের শুভ-অশুভ নির্ধারণ করে একরকমের সামাজিক ভূমিকা পালন করে।[৪]

'দেবাংশী' উপন্যাসে 'সারবান লোহার' হল দেবাংশী। দেবতা তার শরীরে আশ্রয় করে, তাই সে গ্রামের নামী মানুষ। তার ক্ষমতা যেমন সবাইকে আশ্চর্য করে, ঠিক তেমনি তার দ্বারা বিপদে সহায়তাও হয়। সারবানের ওপর যখন ভর হয় তখন তার কথা হয়ে ওঠে দৈববাণী। মনসার থানের এক চিমটে মাটি অমোঘ শক্তিধর হয়ে অসাধ্যসাধন করার ক্ষমতা পায় — দৈবী মহিমায় কুষ্ঠ, হাঁপানি, যক্ষ্মা রোগও সেই মাটি ধোয়া জল খেয়ে সেরে যাবে। সন্তানবতী হবে বন্ধ্যা রমণী, পৃথিবীর আলো দেখবে অন্ধ, নিজের পায়ে হাঁটতে পারবে পঙ্গু, ভূতপ্রেত, সাপ, বিছার কু-দৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবে পোয়াতি স্ত্রীলোক, কোলের শিশু। এইরকম চেতনার স্তর থেকে গ্রামের মানুষের কাছে সারবান অকৃত্রিম শ্রদ্ধা পায়। মানুষ এভাবে তাকে এমন সম্মানের, সম্ভ্রমের উচ্চতায় বসিয়েছে, সেই উচ্চতা আর মাপা যায় না। তার কথার কোনো প্রতিবাদ হয় না, তর্ক হয় না। তার কথা অমোঘ বিধানের সমমর্যাদায় ভূষিত হয়।

এই দেবাংশী সারবান একসময় সংকটে পড়ে সেতু বর্মনের এক অভিনব আর্জির প্রেক্ষিতে। এতদিন সে মানুষের, পালিত পশুর, রোগভোগ থেকে নিরাময়, সন্তানের দীর্ঘায়ু, বন্ধ্যা নারীর সন্তান হবার উপায় হিসেবে থানের মাটি গুলিয়ে খাবার জন্য দিত বা মাদুলি দিত। কিন্তু তার গ্রামের সেতু বর্মন তার কাছে আর্জি পেশ করে, গ্রামের প্রতাপশালী দৈত্যারি মণ্ডল সেতুকে তার জমি থেকে উচ্ছেদ করতে চায়। একথা শুনে দীর্ঘ মৌনতার পর সারবান দেবাংশী রূপে সেতুকে জানায়, "জমিনের দখল ছাড়বু নাই, সেতু। মণ্ডল উচ্ছেদ করবা চালে, মাও বিষহরির নামেত বাধা দিবু"।[৫] সারবান এর পর থেকে গ্রামের মানুষের কাছ থেকে নতুন নতুন অভিযোগ শুনতে পায় — "মাতাজি, মালিক আধি উচ্ছেদ করবা চায়... মাতাজি, মোর ঘরেত আগুন লাগায়া মোক্ মরবা চায় কে? ... মাতাজি মামলা মোকদ্দমায় জেরবার হোই গেলাম"।[৬]

দিনে দিনে নতুন ধরনের অভিযোগ শুনতে শুনতে সারবানের মধ্যে রূপান্তর ঘটতে শুরু করে। সারবান যে দেবাংশী, কিন্তু বাস্তবে সে অসহায়, দেবাংশীর শক্তি আর বিষহরির শক্তি এক নয় — সারবান এই উপলব্ধিতে জর্জরিত হয়। এতদিন সে রোগ-ভোগ, প্রেত-অলৌকিক শক্তির কুপ্রভাব

থেকে মানুষকে সমাধান দিয়েছে। কিন্তু এবারে সমাজে মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়ের থেকে রেহাই পেতে ভক্তেরা দেবাংশীর শরণাপন্ন হতে শুরু করে। যে সেতু বর্মনকে সারবান মা বিষহরীর নামে জমির জন্য জোতদার দৈত্যারি মন্ডলের সঙ্গে লড়াই করে যাওয়ার কথা বলে, সেতু কিন্তু দেবাংশীর বচনে সাহস পেয়েই দৈত্যারিকে তাচ্ছিল্য করে নিজের অধিকার ছাড়ে না জমি থেকে। সারবান দেখে সেতুর মতো আরও মানুষ আসে শতসহস্র আর্জি নিয়ে। শুধুমাত্র দেবাংশীর নিকট থেকে আদেশ-উপদেশ পাওয়ার জন্য। দেবাংশী রূপে তার কথায় যে অমোঘ শক্তি নিহিত থাকে, সেই শক্তি দুর্বল মানুষকে পর্যন্ত মারাত্মক প্রতিজ্ঞায় উজ্জীবিত করে। সে হয়ে ওঠে যেন এক অলৌকিক প্রকল্প — উদ্দেশ্য সাধনের। মানুষ তাকে ব্যবহার করতে চায়।

সেতু বর্মনের ঘটনার পর দৈত্যারি মণ্ডলের মুখোমুখি হয় সারবান। সারবানকে দৈত্যারি, তার দৈব ক্ষমতাকে উপেক্ষা করে তার সঙ্গী হতে বলে, সারবান সম্মত না হলে দৈত্যারি শাসায়, "দেবোংশী আছ দেবোংশী থাকো—তাত মোর কোনো আপত্ত নাই। কিন্তু পরের বেপারে মাথা গলাতে গেলে তুমার এই মাথাডা মঁয় নামাই দিমো"।[৭] এই ঘটনার ৭ দিন পরে দৈত্যারি মণ্ডল সাপে কেটে মারা যায়। এতে দেবাংশীর ওপর মানুষের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। সারবান ভেতরে ভেতরে আরও অসহায় হয়ে পড়ে, বুঝতে পারে এভাবে দীর্ঘদিন চলবে না।

দৈত্যারি মণ্ডলের মৃত্যুর পর তার কনিষ্ঠ পুত্র বিনোদ, সেতুর জমি কেড়ে নিতে চায়। সেতু পূর্বের মতোই দেবাংশীর কথায় পাওয়া সাহসে বিনোদকে তাচ্ছিল্য করে। বিনোদ সেতুর কন্যা বারুণীবালাকে ধর্ষণ করে। ধর্ষিতা বারুণী নির্বাক হয়ে প্রতীক্ষা করে উৎসবের বিশেষ দিনে দেবাংশীর কাছে এটার প্রতিকার পাওয়ার জন্য। শাওন সংক্রান্তির এই বিশেষ দিনে — বারুণীর প্রতি কৃত অন্যায়ের প্রতিকারের আর্জির জন্য সারবান অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় — সবাইকে সে জানিয়ে দেবে সে আর দেবাংশী নয়। তার দেহ আর দেবতার অধিকারে নেই। কিন্তু বারুণীর বারংবারের মর্মপীড়াজাত আকুতিতে সারবানের রূপান্তর ও মুক্তি ঘটে, সে উৎসবের জনসমাগমের মাঝে বারুণীকে জানায়, "মানুষের কাছে বিচার চাও মাও। এই যি এতজনা মানুষ আছে, তুমার বাপ-ভাই আছে তোমার সোয়ামি আছে, ইয়াদের কাছেত তোমার আর্জি জানাও"।[৮] সারবান এবারে দেবাংশী নয়, সে শুধু মানুষ হিসাবে থানে সমবেত জনতাকে আহ্বান জানায়, বারুণীর ইজ্জত নষ্ট করার অপরাধে অপরাধী বিনোদ এবং তার সঙ্গীদের ধ্বংস করতে। সারবান গ্রামের সাধারণ মানুষের মাঝে অত্যাচারীকে শাস্তি দেবার পথে যথার্থ নেতৃত্ব দেয়। সারবান বারুণীর জন্য সমবেত জনতাকে জানায়, "তুমরা যারা বাপ আছেন, ভাই আছেন, আপন আপন বেটির, বুনের, ইস্তিরির ইজ্জত বাঁচাবার দায় তুমাহোরের সব্বার। তুমরা যদি সব্বাই চান ই পাপ বন্ধ হউক, তবেই ই পাপ বন্দ হবে। ই দায় দেবোংশীর একার নয়"।[৯] এই গণঅভ্যুত্থানের মধ্যেই উপন্যাসের সমাপ্তি।

পরিশেষে বলতে হয় উপন্যাসটি শুধু সারবানের রূপান্তর, দ্বন্দ্ব এবং মুক্তির একমাত্রিক বয়ান নয়, যে সারবান তার অন্ধ শক্তির মহিমা থেকে জনগণকে বিচ্ছিন্ন করে গণঅভ্যুত্থানের মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছে। পাশাপাশি উপন্যাসটিতে পাই, গ্রামীণ অতি সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের জীবনে ধর্ম কতখানি বাঁচার অবলম্বন। মানুষগুলি দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধিদৈবিক সমস্ত সমস্যার জন্য দেবতার থানে দেবাংশীর শরণাপন্ন হয়েছে। দেবাংশীর কথার অমোঘ শক্তিতে তাদের বিশ্বাস সংশয়হীন, যে কথাতে দুর্বল মানুষ পর্যন্ত বলীয়ান হয়ে গেছে অসম লড়াইয়ের সম্মুখীন হতে। কোলের শিশু, সন্তানবতী মহিলা, মানুষ, গবাদি পশুর রোগ-ভোগ-বিপদ হলে মানুষ অপদেবতার কারসাজি মনে করে দেবাংশী, ওঝা, গুনিনের শরণাপন্ন হয়েছে সমাধানকল্পে। কাজেই বলতে হয় লোকায়ত এই মানুষগুলির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন পুরোটাই ধর্মকে আশ্রয় করে আবর্তিত।

তথ্যসূত্র

১। অভিজিৎ সেন, দেবাংশী, দেবাংশী ও অন্যান্য গল্প, কলকাতা, প্রতিভাস, ২০১১, পৃ ১১

২। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, "অভিজিৎ সেনের হাড় তরঙা", 'নিসর্গ', গদ্য সংখ্যা বর্ষ-৯, ১৯৯৪, পৃ ২১৩-২১৪

৩। সাক্ষাৎকার, 'জনপদপ্রয়াস', বইমেলা জানুয়ারি ২০০৬, পৃ ৯

৪। সাক্ষাৎকার, 'নিসর্গ', গদ্য সংখ্যা বর্ষ-৯, ১৯৯৪, পৃ ১৬৮

৫। অভিজিৎ সেন, দেবাংশী, দেবাংশী ও অন্যান্য গল্প, কলকাতা, প্রতিভাস, ২০১১, পৃ ১৮

৬। তদেব, পৃ ১৯

৭। তদেব, পৃ ২২

৮। তদেব, পৃ ৩১

৯। তদেব